দৈনিক সংবাদ

তারিখ 7 APR 1989
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ৭ ...

আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার আবেদন

ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এটি বাংলাদেশের একটি নামকরা কলেজ। কলেজটি ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত, ১৯৬৪ সালে সরকারী এবং ১৯৮৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াশোনারও সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বিশেষভাবে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার প্রায় দেড় কোটি অধিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্যে উচ্চ শিক্ষা একটি বড় সমস্যা। কারণ পার্শ্ববর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আবাসিক সমস্যা এবং সীমিত আসন সংখ্যার কথা সকলেরই জানা। সরকার ইতিমধ্যে মফঃস্বল কলেজগুলোর উন্নয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ একটি। এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হলে শুধু বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছ'টি জেলা নয় পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলার ছাত্র-ছাত্রীরাও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। ময়মনসিংহ জেলা শহরের অবস্থান সুবিধাজনক হওয়ায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের (ঢাকা, গাজীপুর সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, শেরপুর টাংগাইল জেলা) সহিত উন্নত থাকার দরুন বিভিন্ন স্থান হতে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে এসে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে।

অতএব কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান অনুষদ সমন্বয়ে অবিলম্বে আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য জোর আবেদন জানাচ্ছি।

ডঃ মোঃ আজিজুল হক
সভাপতি
মোঃ আবদুল জলিল বাবলু
সাধারণ সম্পাদক
ময়মনসিংহ জেলা সমিতি
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

পরীক্ষার খাতা বদল ঃ শিক্ষা বোর্ড নীরব কেন?

বিগত ১৯৮৬ সনে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক কারচুপি হয়। ঢাকা থেকে এই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা ৯ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এই কলেজের একজন শিক্ষক হলে লেখা খাতা বদলের সুযোগ দেন। এই পরীক্ষার্থীরা বাইরে থেকে খাতা লিখে জমা দেয়। কিন্তু ভুলবশতঃ একজন পরীক্ষার্থীর একই বিষয় ও একই পত্রের দুটি খাতা অর্থাৎ পরীক্ষার হলে লেখা এবং বাইরে লেখা খাতা বোর্ডে চলে যায়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কার্যালয় বিষয়টি ধরে ফেলে এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ৯ জন পরীক্ষার্থী এভাবে খাতা বদল করেছে এ মর্মে অবগত হন। বোর্ড কর্তৃপক্ষ অতঃপর উক্ত ৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক নামধারী যে দুষ্ট ও অশুভ চক্র এরূপ জালিয়াতি করার সুযোগ করে দেয় তার বিরুদ্ধে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বা ধনবাড়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ কেউই কোনরূপ ব্যবস্থা নেননি। গত ২-৯-১৯৮৭ তারিখে ৩৮০। উ. মা. প/৮৭/১২০৬ নম্বর স্মারকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ধনবাড়ী কলেজের অধ্যক্ষের নিকট দেয়া এক চিঠিতে লেখেন "১৯৮৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আপনার কলেজ কেন্দ্রের ৯ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র বদলের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর তাদের পরীক্ষা বাতিল করা হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষার পরীক্ষা কমিটিতে নিয়োজিত অধ্যাপক, অফিস সহকারী ও পিয়নদের নামের তালিকাপত্র পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী।"

এই চিঠির প্রেক্ষিতে ধনবাড়ী কলেজের অধ্যক্ষ-'৮৬ সনে ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট নাম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করেন। এরপর দীর্ঘ সময় চলে গেছে; কিন্তু শিক্ষা বোর্ড এ ব্যাপারে এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

পরীক্ষা নিয়ে এ ধরনের দুর্নীতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ার পরও বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন এ ব্যাপারে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে কি আমরা ভাববো যে, পরীক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতিতে শুধু পরীক্ষার্থী বহিষ্কার করাকেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ একমাত্র শাস্তি বলে গ্রহণ করেছেন, শিক্ষক-কর্মচারীরা পরীক্ষায় দুর্নীতি করলে তাদের কি কোন শাস্তি নেই?

জনৈক অধ্যাপক
গোপালপুর কলেজ, টাংগাইল।